ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৬০৮
আগরতলা,৮ জুলাই,২০১৯

সুস্থ সমাজ গড়তে সংযত জীবনযাপন দরকার : মুখ্যমন্ত্রী

সুস্থ সমাজ গড়তে আধ্যাত্ম দর্শন, শান্তি ও সংযত জীবনযাপন দরকার। সুস্থ সমাজ তৈরি হলেই রাজ্য ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। আমাদের দুঃখের মূল কারণ হলো লালসা। চাহিদা নয়। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সন্ধ্যায় আগরতলাস্থিত জগন্নাথ মন্দিরে রথযাত্রা উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত 'জীবের দুঃখের কারণ ও তৎপ্রতিকার' বিষয়ে ধর্মসভায় প্রধান অতিথির ভাষণে এই অভিমত ব্যক্ত করেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যেই ভগবান রয়েছেন। তাই ভোগ বিলাসকে সংযত করতে হবে। তবেই সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে এবং প্রত্যেক ব্যক্তি সমাজে সুখী হতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বলেন, বিগত সরকারের কাজকর্মে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ৩৭ লক্ষ মানুষ বর্তমান সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন। আমরা একটা ভিশন ডকুমেন্টকে সামনে রেখে কাজ করছি। আমরা স্বচ্ছ নিয়োগনীতি তৈরি করেছি। বেকারদের কর্মসংস্থানে কৃষি, মৎস্য চাষ, প্রাণী পালন, পর্যটন ইত্যাদি ক্ষেত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অথচ গত ২৫ বছরে চাকরির জন্য মিছিল মিটিং করতে হতো। বর্তমানে প্রশাসনে আমাদের রাজ্যের ৩ জন আই এ এস অফিসার রয়েছেন। আমরা প্রতি বছর সরকারি খরচে ২০ জন ছেলে-মেয়েকে আই এ এস ট্রেনিং-এর জন্য দিল্লিতে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের রাজ্যে রয়েছে একান্ন পীঠের এক পীঠ। আমরা আরও ৫০টি পীঠ তৈরি করবো। আগরতলা বিমানবন্দর থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দূরে সাব্রুম রয়েছে। এর মাঝেই রয়েছে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, ছবিমুড়া, নীরমহল আরও অনেক দর্শনীয় স্থান। ২০২০ সালের মধ্যে ফেণী সেতু তৈরি হয়ে যাবে। তখন অনায়াসে কক্সবাজারে গিয়ে সমুদ্রের অপরূপ দৃশ্য দেখা যাবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মায়াপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তদের আবাস নির্মাণের জন্য ১২ কোটি টাকার একটি প্রজেক্ট হাতে নেওয়া হয়েছে। আমাদের রাজ্যেও ধর্মীয় পর্যটন ক্ষেত্রগুলির উন্নয়নে গুচ্ছ প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

ধর্মসভায় বিশেষ অতিথির ভাষণে বিধায়ক আশীষ কুমার সাহা জনগণকে আধ্যাত্ম দর্শনে বিশ্বাসী হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ব্যক্তি জীবনে দুঃখ যন্ত্রণাকে দূর করতে চাইলে আমাদের ধ্যান-তপস্যা করতে হবে। ধর্মের প্রতি বিশ্বাস রাখতে হবে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন কলকাতাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সদস্য সৌরভ আচার্য মহারাজ এবং নতুন দিল্লিস্থিত নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক বিষ্ণু মহারাজ। অনুষ্ঠান শুরুর পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব জগন্নাথ মন্দিরে সন্ধ্যা আরতী করেন। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব অগ্নিকুমার আচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পরিচালক সমিতির সহ-সম্পাদক জীতেন্দ্রিয় মহারাজ।

*****